দানিয়েলের পুস্তক - সংখ্যা আটাশ

দেয়ালসমূহ

Jeff Pippenger

2023-12-23

নেবূখদ্নেজের অ্যাডভেন্টিজমের সূচনা, যুক্তরাষ্ট্রের সূচনা, প্রোটেস্ট্যান্ট শিংয়ের সূচনা এবং রিপাবলিকান শিংয়ের সূচনার প্রতিনিধিত্ব করে। বেলশাসর এই সব ধারার সমাপ্তির প্রতিনিধিত্ব করে।

নেবূখদ্নেজ্যের ১৭৯৮ সাল থেকে ১৮৪৪ সাল পর্যন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তাগুলোর ইতিহাস, এবং ঈশ্বরের তদন্তমূলক বিচারের সূচনাকে প্রতিনিধিত্ব করে। তার সাক্ষ্য দানিয়েল গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বেলশৎসর ১৯৮৯ সাল থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার ইতিহাস, এবং ঈশ্বরের কার্যনির্বাহী বিচারের সূচনাকে প্রতিনিধিত্ব করে। তার সাক্ষ্য দানিয়েল গ্রন্থের প্রথম থেকে তৃতীয় অধ্যায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পশুর হৃদয় নিয়ে বাস করার পর যখন তার রাজ্য তার কাছে পুনঃস্থাপিত হয়, তখন নেবূখদ্নেজের ১৭৯৮ সালে ইস্রায়েলের উত্তর রাজ্যের উপর নেমে আসা "সাত সময়"-এর সমাপ্তি চিহ্নিত করেন। তার সাক্ষ্য অব্যাহত থাকে ১৮৪৪ সালে যিহূদার দক্ষিণ রাজ্যের উপর নেমে আসা "সাত সময়"-এর শেষে তদন্তমূলক বিচারের উদ্বোধন পর্যন্ত। তার সাক্ষ্যে "ঘণ্টা" শব্দটি প্রথম স্বর্গদূতের বিচারঘণ্টার বার্তাকে প্রতিনিধিত্ব করে; এবং আবার, সেটি সেই বার্তার আগমনকেও প্রতিনিধিত্ব করে। তার সাক্ষ্যে "ঘণ্টা" ১৭৯৮ ও ১৮৪৪—উভয়কেই চিহ্নিত করে, যা যথাক্রমে প্রথম ক্রোধের এবং শেষ ক্রোধের সমাপ্তিকে প্রতিনিধিত্ব করে।

বেলশাজ্জারের শেষ চিহ্নিত হয় সেই রহস্যময় হস্তাক্ষরে, যার মান দাঁড়ায় দুই হাজার পাঁচশ কুড়ি। “সাত সময়”—তা “একটি ঘণ্টা,” “একটি বিচ্ছুরণ,” বা “দুই হাজার পাঁচশ কুড়ি” রূপে যেভাবেই প্রকাশ করা হোক না কেন—বিচারের প্রতীক। নিমরোদের ক্ষেত্রে বিচার ছিল “বিচ্ছুরণ,” নেবুখদ্নেজারের ছিল “সাত সময়,” আর বেলশাজ্জারের ছিল দুই হাজার পাঁচশ কুড়ি। নেবুখদ্নেজার যখন তিনজন ধার্মিক ব্যক্তির বিচার করছিলেন, তিনি চুল্লিটিকে স্বাভাবিকের তুলনায় “সাত গুণ” বেশি উত্তপ্ত করতে বলেছিলেন।

‘সাত সময়’-এর বিচার প্রথম বার্তার আগমনে এবং তৃতীয় বার্তার আগমনে চিহ্নিত হয়। ১৮৬৩ সালে মিলারাইট অ্যাডভেন্টবাদের সমাপ্তি ‘সাত সময়’-এর শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করার মধ্য দিয়েই শুরু হয়, এবং একশো ছাব্বিশ বছর পরে ১৯৮৯ সালে তৃতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাসে ‘সমাপ্তির সময়’ এসে উপস্থিত হয়। একশো ছাব্বিশ ‘সাত সময়’-এর একটি প্রতীক; তাই ১৮৬৩ সালে প্রথম স্বর্গদূতের আন্দোলনের সমাপ্তি থেকে ১৯৮৯ সালে তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনের সূচনা পর্যন্ত সময়টি প্রতীকী একশো ছাব্বিশ, অর্থাৎ ‘সাত সময়’, দ্বারা সেতুবদ্ধ হয়েছে।

তবু দানিয়েলের পঞ্চম অধ্যায় বেলশজ্জরের পতনের সাক্ষ্য শেখায় যে, ‘দেয়াল’-এ লেখা থাকলেও কেউই ‘সাত কালের’ বিচার দেখতে পারে না। রিপাবলিকান শিংয়ের জন্য, বিচার লেখা আছে থমাস জেফারসনের ‘গির্জা ও রাষ্ট্রের বিচ্ছেদের দেয়াল’-এ, যা দানিয়েলের পঞ্চম

অধ্যায়ে অপসারিত হয়। সত্যিকারের প্রোটেস্ট্যান্ট শিংয়ের জন্য, বিচার লেখা আছে 'দেয়ালে' ঝুলানো দুটি পবিত্র চার্টে, যাতে যে পড়ে সে দৌড়াতে পারে। কিন্তু লাওদিকিয়ার অন্ধত্বে বাণীগুলি বোধগম্য নয়। উভয় ক্ষেত্রেই, বিচারের বাণী বোঝায় যে সত্যিকারের প্রোটেস্ট্যান্ট ও রিপাবলিকান—উভয় শিংকেই দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হয়েছে এবং অপূর্ণ বলে পাওয়া গেছে। বিশ্বের জাতিগুলিকে প্রতিনিধিত্বকারী রিপাবলিকান শিংয়ের জন্য বেলশজ্জরের কাহিনিতে একটি বার্তা রয়েছে।

> "নেবুখদ্নেজ্জর ও বেলশাজারের ইতিহাসের মাধ্যমে ঈশ্বর আজকের জাতিসমূহের উদ্দেশে কথা বলেন।" সাইন্স অব দ্য টাইমস, ২০ জুলাই, ১৮৯১।

বেলশাসরের গল্পটিতেও প্রোটেস্ট্যান্ট শিংয়ের জন্য একটি বার্তা আছে, যা বিশ্ববাসীর প্রতিনিধিত্ব করে।

> নেবুখদনেজের ও বেলশাসরের ইতিহাসে ঈশ্বর আজকের মানুষের উদ্দেশে কথা বলেন। বাইবেল ইকো, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

বেলশাসরের পাপটি পৃথিবীর পশুর দুই শৃঙ্গের পাপকে প্রতিনিধিত্ব করে। প্রতিটি শৃঙ্গের পাপ নিহিত তাদের মৌলিক সত্যসমূহকে প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে, যদিও সেই সত্যসমূহ সম্পর্কে তাদের পূর্ণ জ্ঞান আছে। প্রজাতন্ত্রবাদী শৃঙ্গ সংবিধানের আলো ও সেই ঐশ্বরিক দলিলের প্রণয়নের প্রারম্ভিক ইতিহাসের কাছে জবাবদিহি, কিন্তু তারপর থেকে সেই আলো ক্রমাগতভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে এসেছে। যখন জাতি ড্রাগনের মতো কথা বলবে, তখন গির্জা ও রাষ্ট্রের বিচ্ছেদের প্রতীকী প্রাচীরটি অপসারিত হয়ে যাবে। সত্যিকারের প্রোটেস্ট্যান্ট শৃঙ্গের ক্ষেত্রে, প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তার ইতিহাস থেকে আসা আলো—যে সময়ে ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল—ক্রমাগতভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, এবং তা ক্রমশ আরও বেশি করে প্রত্যাখ্যাত হতে থাকবে, যতক্ষণ না ঈশ্বরের আইনের "প্রাচীর"-টিও শেষে পর্যন্ত প্রত্যাখ্যাত হবে।

> এখানে নবী এমন একদল মানুষের বর্ণনা করেন, যারা সত্য ও ধার্মিকতা থেকে সার্বিক বিচ্যুতির সময়ে ঈশ্বরের রাজ্যের ভিত্তি যে নীতিগুলি, তা পুনরুদ্ধার করতে সচেষ্ট। তারা ঈশ্বরের আইনে সৃষ্ট ফাটল মেরামতকারী—সেই প্রাচীর, যা তিনি তাঁর নির্বাচিতদের সুরক্ষার জন্য তাদের চারদিকে স্থাপন করেছেন; আর যার ন্যায়, সত্য ও পবিত্রতার বিধানসমূহের প্রতি আনুগত্যই হওয়ার কথা তাদের চিরস্থায়ী রক্ষাকবচ।
>
> অস্পষ্টতাহীন ভাষায় নবী প্রাচীর গড়ে তোলা এই অবশিষ্ট জনগণের নির্দিষ্ট কাজ নির্দেশ করেন। 'যদি তুমি বিশ্রামের দিন থেকে তোমার পা ফিরিয়ে নাও, আমার পবিত্র দিনে নিজের আনন্দ করা থেকে; এবং বিশ্রামের দিনকে আনন্দ বলে ডাকো, সদাপ্রভুর পবিত্র দিন বলে, সম্মানীয়; এবং তোমার নিজের পথে না চলা, নিজের আনন্দ না খোঁজা, নিজের কথা না বলা দ্বারা তাঁকে সম্মান করো: তবে তুমি সদাপ্রভুতে আনন্দ করবে; এবং আমি তোমাকে পৃথিবীর উঁচু স্থানগুলির উপর দিয়ে চালাব, এবং তোমার পিতা যাকোবের উত্তরাধিকার দিয়ে তোমাকে পোষণ করব: কারণ সদাপ্রভুর মুখ এই কথা বলেছে।' যিশাইয় ৫৮:১৩, ১৪। নবী ও রাজারা, ৬৭৭, ৬৭৮।

স্বর্গদূতেরা উইলিয়াম মিলারকে যে বাইবেলীয় পদ্ধতি প্রকাশ করেছিলেন, তা ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিধানসমূহের প্রতিনিধিত্ব করে, এবং প্রাচীন ইস্রায়েলের মতো নয়, আধুনিক ইস্রায়েলকে শুধু দশ আদেশের আইনই নয়, বরং ভবিষ্যদ্বাণীগুলোরও রক্ষক হওয়ার কথা ছিল।

> যেমন তিনি প্রাচীন ইস্রায়েলকে ডেকেছিলেন, তেমনই এই যুগে ঈশ্বর তাঁর গির্জাকে পৃথিবীতে আলোরূপে দাঁড়াতে আহ্বান করেছেন। সত্যের পরাক্রমশালী কুঠার—প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তাবলী—এর দ্বারা তিনি তাদের অন্যান্য গির্জা ও জগৎ থেকে পৃথক করেছেন, যাতে তাদের তিনি নিজের সঙ্গে পবিত্র নৈকট্যে আনতে পারেন। তিনি তাঁদের তাঁর ব্যবস্থার ধারক করেছেন এবং এই সময়ের জন্য ভবিষ্যদ্বাণীর মহান সত্যসমূহ তাঁদের নিকট অর্পণ করেছেন। যেমন প্রাচীন ইস্রায়েলের কাছে পবিত্র বাণীসমূহ অর্পিত হয়েছিল, তেমনই এগুলোও সমগ্র বিশ্বের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এক পবিত্র আমানত। প্রকাশিত বাক্য ১৪-এর তিন স্বর্গদূত প্রতিনিধিত্ব করে সেই সকল লোককে, যারা ঈশ্বরের বার্তার আলো গ্রহণ করে এবং তাঁর প্রতিনিধি হয়ে পৃথিবীর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ জুড়ে সতর্কবাণী ধ্বনিত করতে বেরিয়ে পড়ে। খ্রিস্ট তাঁর অনুসারীদের ঘোষণা করেন: 'তোমরাই পৃথিবীর আলো।' যে প্রত্যেক আত্মা যিশুকে গ্রহণ করে, তাদের প্রতি কালভারির ক্রুশ এ কথা বলে: 'মানবাত্মার মূল্য দেখো: "তোমরা সারা পৃথিবীতে গিয়ে সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার করো।"'" এই কাজকে কোনো কিছুই বাধাগ্রস্ত করতে দেওয়া যাবে না। এটি সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ; এটি অনন্তকালের মতোই সুদূরপ্রসারী হতে হবে। মানুষের আত্মার মুক্তির জন্য যে আত্মত্যাগ তিনি করেছিলেন, তাতে যিশু যে প্রেম প্রকাশ করেছিলেন, সেই প্রেমেই তাঁর সকল অনুসারীকে চালিত করবে। টেস্টিমোনিজ, খণ্ড ৫, ৪৫৫।

স্বর্গদূতদের দ্বারা প্রদান করা এবং উইলিয়াম মিলারের কাজের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ভবিষ্যদ্বাণীর "মহান সত্যসমূহ" হলো "বিশ্বের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি পবিত্র আমানত"। দশ আজ্ঞার বিধি, প্রকৃতির বিধি, স্বাস্থ্যের বিধি এবং ভবিষ্যদ্বাণী অধ্যয়নের বিধিগুলি একই মহান বিধানদাতার দ্বারা দেওয়া হয়েছিল, এবং একটি আজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করা মানে তাদের সকলকেই প্রত্যাখ্যান করা। উইলিয়াম মিলারকে দেওয়া পদ্ধতিটি প্রত্যাখ্যানের ফলে এক ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহ শুরু হয়, যা শেষপর্যন্ত অ্যাডভেন্টিজমকে সপ্তম দিনের সাবাথ প্রত্যাখ্যানের দিকে নিয়ে যাবে।

> এই শেষ দিনগুলিতে প্রভুর, নিজেদের তাঁর বলে দাবি করা জনগণের সঙ্গে, একটি বিরোধ রয়েছে। এই বিরোধে দায়িত্বশীল পদে থাকা লোকেরা নহেমিয়াহ যে পথ অনুসরণ করেছিলেন, তার ঠিক বিপরীত পথ নেবে। তারা শুধু নিজেরাই সাবাথকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করবে না, প্রথা ও ঐতিহ্যের আবর্জনার নিচে তাকে কবর দিয়ে অন্যদেরও তা থেকে বঞ্চিত করতে চেষ্টা করবে। গির্জাগুলোতে এবং মুক্ত আকাশের নিচে বড় বড় সমাবেশে প্রচারকেরা জনগণকে সপ্তাহের প্রথম দিনটি পালনের প্রয়োজনীয়তা জোর দিয়ে উপদেশ দেবেন। সাগরে ও স্থলে বিপর্যয় ঘটছে; এবং এসব বিপর্যয় বাড়বে, একটির পরই আরেকটি ঘটবে; আর বিবেকবান সাবাথ-পালনকারীদের ছোট্ট দলটিকেই রবিবারকে উপেক্ষা করার কারণে ঈশ্বরের ক্রোধ পৃথিবীর ওপর ডেকে আনার জন্য দায়ী বলে চিহ্নিত করা হবে।
>
> শয়তান এই মিথ্যাকে প্রচার করে, যাতে সে বিশ্বকে বন্দী করতে পারে। মানুষকে ভ্রান্তি মেনে নিতে বাধ্য করাই তার পরিকল্পনা। সব ভ্রান্ত ধর্মের প্রচার ও বিস্তারে সে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়, এবং ভ্রান্ত মতবাদ চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টায় সে কোনো কিছুতেই থামে না। ধর্মীয় উন্মাদনার ছদ্মাবরণে, তার আত্মা দ্বারা প্রভাবিত মানুষরা তাদের সহমানুষের জন্য সবচেয়ে নৃশংস নির্যাতন উদ্ভাবন করেছে এবং তাদের ওপর সবচেয়ে ভয়াবহ যন্ত্রণা আরোপ করেছে। শয়তান ও তার দোসরদের মধ্যে এখনও সেই একই আত্মা কাজ করছে; আর অতীতের ইতিহাস আমাদের দিনেও পুনরাবৃত্ত হবে।

> এমন মানুষ আছে যারা মন্দ সাধন করতে তাদের মন ও ইচ্ছাশক্তি স্থির করেছে; তাদের হৃদয়ের অন্ধকার অন্তঃকোণে তারা ঠিক করে রেখেছে কোন কোন অপরাধ তারা করবে। এরা আত্মপ্রবঞ্চিত। তারা ঈশ্বরের মহৎ ন্যায়ের বিধানকে প্রত্যাখ্যান করেছে, এবং তার পরিবর্তে নিজেরাই একটি মানদণ্ড স্থাপন করেছে; সেই মানদণ্ডের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করে তারা নিজেদেরই পবিত্র ঘোষণা করে। প্রভু তাদের অনুমতি দিবেন যাতে তাদের হৃদয়ে যা আছে তা প্রকাশ পায়, এবং যারা তাদের নিয়ন্ত্রণ করে সেই অধিপতির আত্মার প্ররোচনায় তারা কাজ করতে পারে। তিনি তাদেরকে সুযোগ দিবেন, যাতে আইনের দাবিগুলোর প্রতি যারা বিশ্বস্ত, তাদের প্রতি আচরণে তারা তাঁর আইনের প্রতি নিজেদের ঘৃণা প্রকাশ করতে পারে। যে উন্মত্ত জনতা খ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, তাদেরকে যে ধর্মীয় উন্মাদনা তাড়িত করেছিল, সেই একই আত্মায় তারা চালিত হবে; গির্জা ও রাষ্ট্র একই কলুষিত ঐক্যে একত্রিত হবে।
>
> আজকের গির্জা প্রাচীন ইহুদিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে, যারা নিজেদের পরম্পরার জন্য ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহকে একপাশে সরিয়ে রেখেছিল। সে বিধি পরিবর্তন করছে, শাশ্বত চুক্তি ভঙ্গ করছে; এবং এখন, তখন যেমন ছিল, তেমনি অহংকার, অবিশ্বাস ও অবিশ্বস্ততাই ফল হয়েছে। তার প্রকৃত অবস্থা মূসার গীতের এই কথাগুলিতে প্রকাশিত: 'তারা নিজেদের কলুষিত করেছে; তাদের দাগটি তাঁর সন্তানদের দাগ নয়; তারা এক বিকৃত ও বক্রজাতি। হে মূর্খ ও অবিবেকী জাতি, তোমরা কি এভাবেই সদাপ্রভুকে প্রতিদান দাও? তিনি কি তোমার পিতা নন, যিনি তোমাকে ক্রয় করেছেন? তিনি কি তোমাকে সৃষ্টি করেননি ও প্রতিষ্ঠিত করেননি?'" রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ১৮ মার্চ, ১৮৮৪।

অ্যাডভেন্টিজমের সত্যের চূড়ান্ত প্রত্যাখ্যান ঘটে রবিবারের আইনের সময়, যখন অ্যাডভেন্টিজম প্রাচীন ইস্রায়েলের ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করে, তখন "যে একই ধর্মীয় উন্মত্ততার আত্মা খ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করা জনতাকে উসকে দিয়েছিল, সেই আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে; গির্জা ও রাষ্ট্র একই দূষিত ঐক্যে যুক্ত হবে।" অ্যাডভেন্টিজমের ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহ ইজেকিয়েলের অষ্টম অধ্যায়ে চারটি ক্রমোন্নত ঘৃণ্যতার মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে, যা ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে ১৮৬৩ সালে শুরু হওয়া অ্যাডভেন্টিজমের চার প্রজন্মকে চিহ্নিত করে। শেষ ঘৃণ্যতা তখন ঘটে, যখন যিরূশালেমের নেতারা সূর্যের সামনে নত হয়।

> আর তিনি আমাকে সদাপ্রভুর গৃহের অন্তঃপ্রাঙ্গণে নিয়ে গেলেন, এবং দেখ, সদাপ্রভুর মন্দিরের দরজায়, বারান্দা ও বেদীর মাঝখানে, প্রায় পঁচিশ জন লোক ছিল; তাদের পিঠ সদাপ্রভুর মন্দিরের দিকে, আর তাদের মুখ পূর্বদিকে; এবং তারা পূর্বদিকে সূর্যকে উপাসনা করছিল। তারপর তিনি আমাকে বললেন, হে মনুষ্যপুত্র, তুমি কি এ দেখেছ? যিহূদার গৃহের কাছে কি এটি তুচ্ছ বিষয় যে তারা এখানে যে ঘৃণ্য কাজগুলো করে, তা করে? কারণ তারা দেশকে হিংসায় পরিপূর্ণ করেছে, এবং ফিরে এসে আমাকে ক্রুদ্ধ করতে প্ররোচিত করছে; আর দেখ, তারা শাখাটি তাদের নাকে ধরে। অতএব আমিও প্রচণ্ড ক্রোধে আচরণ করব; আমার চোখ তাদের রেহাই দেবে না, আমি করুণা করব না; তারা যদি উচ্চস্বরে আমার কানে চিৎকারও করে, তবুও আমি তাদের শুনব না। ইজেকিয়েল ৮:১৬-১৮।

সেই সময়ে যে বিচার ঘটে, তা বেলশজ্জরের বিচারের "ক্ষণ"-এ চিত্রিত হয়েছে।

> বেলশৎসর রাজা তাঁর হাজারজন অমাত্যের জন্য এক মহাভোজের আয়োজন করলেন, এবং সেই হাজারজনের সামনে মদ পান করলেন। বেলশৎসর, যখন তিনি মদ আস্বাদন করছিলেন, আদেশ দিলেন যে যিরূশালেমে যে মন্দির ছিল, সেখান থেকে তাঁর পিতা নবূখদ্নিজের যে সোনার ও রূপার পাত্রগুলি নিয়ে এসেছিলেন, সেগুলো আনা হোক—যাতে রাজা, তাঁর রাজপুত্ররা, তাঁর রানীরা ও তাঁর উপপত্নীরা সেগুলোতেই পান

> করতে পারেন। তখন তারা যিরূশালেমস্থিত ঈশ্বরের গৃহের মন্দির থেকে নেওয়া সেই সোনার পাত্রগুলি নিয়ে এল; এবং রাজা, তাঁর রাজপুত্ররা, তাঁর রানীরা ও তাঁর উপপত্নীরা সেগুলোতেই পান করল। তারা মদ পান করল, এবং সোনা, রূপা, পিতল, লোহা, কাঠ ও পাথরের দেবতাদের স্তুতি করল। এই সময়েই একজন মানুষের হাতের আঙুলগুলি প্রকাশ পেল, এবং রাজপ্রাসাদের পলেস্তারা করা দেয়ালে, দীপাধারের ঠিক সম্মুখে, লিখতে লাগল; আর যে হাতটি লিখছিল, তার অংশটুকু রাজা দেখলেন। তখন রাজার মুখাবয়ব বদলে গেল, এবং তাঁর চিন্তাগুলি তাঁকে ব্যাকুল করল; এমন যে তাঁর কোমরের জোড়া ঢিলে হয়ে গেল, এবং তাঁর হাঁটু দুটি একটার সঙ্গে আরেকটা ঠোকাঠুকি করতে লাগল। রাজা উচ্চস্বরে চিৎকার করে আদেশ দিলেন—জ্যোতিষীরা, কাল্দীয়রা ও গণকেরা আনা হোক। আর রাজা কথা বলে বাবিলের জ্ঞানীদের বললেন, যে কেউ এই লেখা পড়বে এবং এর ব্যাখ্যা আমাকে জানাবে, তাকে রক্তবর্ণ বস্ত্র পরানো হবে, তার গলায় সোনার হার পরানো হবে, এবং সে রাজ্যে তৃতীয় শাসক হবে। তখন রাজার সকল জ্ঞানীরা এসে উপস্থিত হল; কিন্তু তারা সেই লেখা পড়তে পারল না, বা তার ব্যাখ্যা রাজার কাছে প্রকাশ করতে পারল না। তখন রাজা বেলশৎসর খুবই বিচলিত হলেন, এবং তাঁর চেহারা বদলে গেল, আর তাঁর অমাত্যরা হতবাক হয়ে গেল। দানিয়েল ৫:১-৯।

সেই "একই ঘণ্টায়" যখন বেলশাসরের বিচার এলো, শদ্রক, মেশক ও আবেদনগোকে এমন এক চুল্লিতে নিক্ষেপ করা হলো, যা স্বাভাবিকের তুলনায় "সাত গুণ" বেশি উত্তপ্ত করা হয়েছিল।

> এখন যদি তোমরা প্রস্তুত থাক, তবে যখনই তোমরা কর্ণেট, বাঁশি, বীণা, স্যাকবাট, সাল্টারি ও ডালসিমার, এবং সকল প্রকার সঙ্গীতের শব্দ শুনবে, তখন নত হয়ে আমি যে মূর্তি বানিয়েছি তাকে প্রণাম করে উপাসনা করবে—তাহলে ভাল; কিন্তু যদি উপাসনা না কর, তবে সেই মুহূর্তেই তোমাদেরকে জ্বলন্ত অগ্নি-চুল্লির মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে; আর কে সেই ঈশ্বর, যে তোমাদেরকে আমার হাত থেকে উদ্ধার করবে? শদ্রক, মেশোক ও আবেদনগো রাজাকে উত্তর দিয়ে বলল, হে নেবূখদ্নেজ্জার, এ বিষয়ে আপনাকে জবাব দিতে আমরা নিজেদের বাধ্য মনে করি না। যদি এমনই হয়, তবে আমরা যাঁর সেবা করি সেই আমাদের ঈশ্বর আমাদেরকে সেই জ্বলন্ত অগ্নি-চুল্লি থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম, এবং হে রাজা, তিনি আমাদেরকে আপনার হাত থেকেও উদ্ধার করবেন। কিন্তু যদি তিনি না-ও করেন, তবু হে রাজা, এটি আপনার জ্ঞাত হোক যে আমরা আপনার দেবতাদের সেবা করব না, এবং আপনি যে সোনার মূর্তি স্থাপন করেছেন, তাকে আমরা উপাসনা করব না। তখন নেবূখদ্নেজ্জার প্রবল ক্রোধে পরিপূর্ণ হল, এবং শদ্রক, মেশোক ও আবেদনগোর বিরুদ্ধে তার মুখের ভাব পরিবর্তিত হল; তাই সে কথা বলে আদেশ দিল যে, চুল্লিটিকে যেমন করে উত্তপ্ত করা হয় তার চেয়ে সাতগুণ বেশি উত্তপ্ত করা হোক। দানিয়েল ৩:১৫–১৯।

বেলশাজ্জারের বিচারের "ঘণ্টা" শদ্রক, মেশোক ও আবেদনগোর বিচারের একই "ঘণ্টা"; এবং উভয় ক্ষেত্রেই "সাত বার" সেই বিচারের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই তিনজন মহাপুরুষ সেই দুই সাক্ষীর প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা মেঘসহ স্বর্গে আরোহণ করেন এবং রবিবারের আইনে সংঘটিত মহাভূমিকম্পের "ঘণ্টা"য় পতাকা হিসেবে প্রকাশিত হন; আর বেলশাজ্জার একই "ঘণ্টা"য় পৃথিবীর জন্তুর উপর আনীত জাতীয় সর্বনাশের বিচারের প্রতিনিধিত্ব করে।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে বেলশাসরের বিচার নিয়ে আমাদের অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

আমাদের লোকদের মধ্যে ধার্মিকতার নিম্নমান দেখলে আমার মন গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়। আর যখন আমি কাপর্নাউমের ওপর উচ্চারিত ধিক্কার-বাণীর কথা ভাবি, তখন ভাবি, যারা সত্য জানে অথচ সত্য অনুযায়ী চলেনি, বরং নিজেদের জ্বালানো স্ফুলিঙ্গের আলোয় চলেছে, তাদের ওপর কত বেশি কঠোর দণ্ড নেমে আসবে। রাত্রির প্রহরে আমি অত্যন্ত গম্ভীরভাবে লোকদের সম্বোধন করছি, মিনতি করছি যেন তারা নিজেদের বিবেককে জিজ্ঞেস করে; আমি কী? আমি কি খ্রিস্টান, না কি নই? আমার হৃদয় কি নতুন করে গড়া হয়েছে? ঈশ্বরের রূপান্তরকারী অনুগ্রহ কি আমার চরিত্রকে ঢেলে গড়েছে? আমি কি আমার পাপগুলোর জন্য অনুতাপ করেছি? আমি কি সেগুলো স্বীকার করেছি? সেগুলো কি ক্ষমা করা হয়েছে? যেমন তিনি পিতার সঙ্গে এক, তেমনি কি আমি খ্রিস্টের সঙ্গে এক? যাকে একসময় ভালোবাসতাম, এখন কি তাকে ঘৃণা করি? আর যাকে একসময় ঘৃণা করতাম, এখন কি তাকে ভালোবাসি? খ্রিস্ট যীশুর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতার জন্য আমি কি সবকিছুকে ক্ষতি গণ্য করি? আমি কি অনুভব করি যে আমি যীশু খ্রিস্টের দামে ক্রয়কৃত সম্পদ, এবং যে প্রতি মুহূর্তে আমাকে তাঁর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে?

আমরা মহান ও গুরুগম্ভীর ঘটনাবলীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি। সমস্ত পৃথিবী প্রভুর মহিমায় আলোকিত হবে, যেমন জল মহা অতল গভীরের চ্যানেলগুলো আচ্ছন্ন করে রাখে। ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পূর্ণ হচ্ছে, এবং আমাদের সামনে ঝড়ো সময় উপস্থিত। যে পুরোনো বিতর্কগুলি দীর্ঘদিন ধরে যেন স্তব্ধ ছিল, সেগুলি পুনরুজ্জীবিত হবে, এবং নতুন বিতর্কও জন্ম নেবে; নতুন ও পুরোনো মিশে যাবে, এবং এটি খুব শিগগিরই ঘটবে। স্বর্গদূতেরা চার বাতাস ধরে রেখেছেন, যেন তা না বয়, যতক্ষণ না বিশ্বে সতর্ক করার নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন হয়; কিন্তু ঝড় জমছে, মেঘ ঘনিয়ে উঠছে, পৃথিবীর ওপর ফেটে পড়ার জন্য প্রস্তুত, এবং অনেকের কাছে তা হবে রাতে চোরের মতো।

অনেকেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল এবং বিশ্বাস করেনি, যখন আমরা তাদের বলেছিলাম, বিশ বা ত্রিশ বছর আগে, যে রবিবার সারা বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে, এবং তার পালন বাধ্যতামূলক করতে আইন করা হবে, আর বিবেককে বলপূর্বক বাধ্য করা হবে। আমরা দেখি তা পূর্ণ হচ্ছে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ঈশ্বর যা যা বলেছেন তা নিশ্চয়ই ঘটবে; তিনি যা বলেছেন তার একটি কথাও ব্যর্থ হবে না। প্রোটেস্ট্যান্টবাদ আজ ব্যবধানের ওপার থেকে হাত বাড়িয়ে পোপতন্ত্রের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে, এবং চতুর্থ আদেশের বিশ্রামদিনকে পদদলিত করে আড়াল করার জন্য এক জোট গড়ে উঠছে; আর অধর্মের মানুষ—যিনি শয়তানের প্ররোচনায় কৃত্রিম বিশ্রামদিন, পোপতন্ত্রের এই সন্তান, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—তাকে ঈশ্বরের স্থানে বসানোর জন্য উচ্চাসনে আসীন করা হবে।

আমার কাছে সমগ্র স্বর্গকে এমনভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে যে তারা ঘটনাবলির উন্মোচন পর্যবেক্ষণ করছে। পৃথিবীতে ঈশ্বরের শাসন নিয়ে মহান ও দীর্ঘস্থায়ী বিতর্কে একটি সংকট প্রকাশিত হতে চলেছে। মহান ও সিদ্ধান্তমূলক কিছু ঘটতে যাচ্ছে, এবং তা অতি শীঘ্রই। যদি কোনো বিলম্ব হয়, ঈশ্বরের চরিত্র ও তাঁর সিংহাসনের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। স্বর্গের অস্ত্রাগার উন্মুক্ত; ঈশ্বরের সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং তার অস্ত্রসজ্জা প্রস্তুত। ন্যায়বিচার মাত্র একটি শব্দ উচ্চারণ করলেই, পৃথিবীতে ঈশ্বরের ক্রোধের ভয়াবহ প্রকাশ দেখা দেবে। ধ্বনি ও বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমক ও ভূমিকম্প এবং সার্বজনীন ধ্বংস দেখা দেবে। স্বর্গীয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি নড়াচড়াই পৃথিবীকে সেই মহাসংকটের জন্য প্রস্তুত করছে।

তীব্রতা পৃথিবীর প্রতিটি উপাদানকে অধিকার করে নিচ্ছে; আর মহান আলো ও বিস্ময়কর জ্ঞানপ্রাপ্ত একটি জনগণ হিসেবে, তাদের অনেকেই তাদের প্রদীপসহ পাঁচ ঘুমন্ত

কুমারীর দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়, কিন্তু তাদের পাত্রে তেল নেই; শীতল, সংবেদনহীন, দুর্বল, ক্ষীয়মাণ ধার্মিকতা নিয়ে। যখন নীচ থেকে এক নতুন জীবন ছড়িয়ে পড়ছে এবং অঙ্কুরিত হচ্ছে এবং শেষ মহাসংঘর্ষ ও সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসেবে শয়তানের সব শক্তিকে দৃঢ়ভাবে কব্জা করছে, তখন উপর থেকে এক নতুন আলো, জীবন ও শক্তি নেমে আসছে এবং ঈশ্বরের সেই লোকদের অধিকার করে নিচ্ছে, যারা, যেমন এখন অনেকেই, অপরাধ ও পাপে মৃত নয়। যারা এখন আমাদের চোখের সামনে যা ঘটছে, তার দ্বারা বুঝবে যে অচিরেই আমাদের উপর কি আসতে চলেছে, তারা আর মানুষের উদ্ভাবনে ভরসা করবে না, এবং অনুভব করবে যে পবিত্র আত্মাকে স্বীকৃতি দিতে, গ্রহণ করতে, জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে হবে, যাতে তারা ঈশ্বরের মহিমার জন্য সংগ্রাম করতে পারে এবং জীবনের গলিপথ ও রাজপথে সর্বত্র কাজ করতে পারে, তাদের সহমানুষদের আত্মা উদ্ধারের জন্য। যে একমাত্র শিলা নিশ্চিত ও অচঞ্চল, তা হলো চিরন্তন শিলা। কেবল যারা এই শিলার উপর নির্মাণ করে, তারাই নিরাপদ।

যারা এখন শরীরপ্রবণ মনোভাবাপন্ন, ঈশ্বর তাঁর বাক্যে এবং তাঁর আত্মার সাক্ষ্যসমূহের মাধ্যমে যে সতর্কবাণী দিয়েছেন তা সত্ত্বেও, তারা কখনও উদ্ধারপ্রাপ্তদের পবিত্র পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হবে না। তারা ইন্দ্রিয়পরায়ণ, চিন্তায় অধঃপতিত, এবং ঈশ্বরের দৃষ্টিতে জঘন্য। তারা কখনও সত্যের দ্বারা পবিত্রকৃত হয়নি। তারা ঈশ্বরীয় স্বভাবের অংশীদার নয়; তারা কখনও নিজেকে এবং জগতকে তার আসক্তি ও লালসাসহ জয় করতে পারেনি। এমন চরিত্রের লোকেরা আমাদের গির্জাগুলোর সর্বত্র রয়েছে, এবং এর ফলস্বরূপ গির্জাগুলো দুর্বল, রুগ্ণ, এবং মরতে বসেছে। এখন আর উদাসীন সাক্ষ্য দেওয়া চলবে না; বরং দৃঢ়, তীক্ষ্ণ সাক্ষ্য দিতে হবে, যা সব অপবিত্রতাকে তিরস্কার করে এবং যীশুকে মহিমান্বিত করে। আমাদের একটি জনগণ হিসেবে প্রত্যাশার মানসিকতায় থাকতে হবে, কাজ করতে হবে, অপেক্ষা করতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে এবং প্রার্থনা করতে হবে।

খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমনের এই আশীর্বাদময় আশা, তার গম্ভীর বাস্তবতাসহ, মানুষের কাছে বারবার উপস্থাপন করা প্রয়োজন। আমাদের প্রভু যীশু শীঘ্র তাঁর মহিমায় আগমন করবেন—এই প্রতীক্ষা পার্থিব বিষয়গুলোকে শূন্যতা ও অসারতা বলে গণ্য করতে প্ররোচনা দেবে। সমস্ত জাগতিক সম্মান বা মর্যাদা মূল্যহীন, কারণ প্রকৃত বিশ্বাসী জগতের ঊর্ধ্বে বাস করে; তার পদক্ষেপ স্বর্গের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তিনি পথিক ও পরদেশী। তাঁর নাগরিকত্ব স্বর্গে। তিনি খ্রিস্টের ধার্মিকতার সূর্যরশ্মি তাঁর আত্মায় সঞ্চয় করছেন, যাতে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে রাখা নৈতিক অন্ধকারে তিনি জ্বলন্ত ও উজ্জ্বল দীপশিখা হতে পারেন। কী প্রবল বিশ্বাস, কী প্রাণবন্ত আশা, কী উষ্ণ প্রেম, ঈশ্বরের জন্য কী পবিত্র, নিবিদেতি উদ্যম তার মধ্যে দেখা যায়—আর তার সঙ্গে জগতের কী সুস্পষ্ট পার্থক্য! 'অতএব জাগ্রত থাকো এবং সর্বদা প্রার্থনা কর, যাতে যেসব বিষয় ঘটতে চলেছে সেসব থেকে রক্ষা পেতে তোমরা যোগ্য গণ্য হও, এবং মনুষ্যপুত্রের সামনে দাঁড়াতে পারো।' 'অতএব জাগ্রত থাকো, কারণ তোমাদের প্রভু কোন সময় আসবেন তা তোমরা জানো না।' 'অতএব তোমরাও প্রস্তুত থাকো; কারণ যে সময় তোমরা ভাব না, সেই সময়েই মনুষ্যপুত্র আসেন।' 'দেখ, আমি চোরের মতো আসছি। ধন্য সেই ব্যক্তি, যে জাগ্রত থাকে এবং নিজের বস্ত্র রক্ষা করে।' পুস্তিকা, ৩৮-৪০.